তিল (Sesamum, Sesame, Gingelly,Til)
(Sesamum Indicum)

তিল বীজ ভোজ্য তৈল উৎপাদনের জন্য বহুল ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে খারিফ, প্রাক-রবি, রবি এবং গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসাবে প্রায় সারা বছর তিল চাষ সম্ভবপর। গ্রীষ্মকালীন প্রাক-খারিফ ফসল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যায় নাবি জাতের আমন ধান অথবা আলু ফসল তোলার পর প্রধানত তিল চাষ হয়।

জলবায়ু ঃ তিল উষ্ণ আবহাওয়া অঞ্চলে অধিক চাষ হয়। বর্ষাকালে বীজ বপনের পর থেকে চারা অবস্থায় এবং ফুল আসার সময় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত অথবা খরা পরিস্থিতি তিল ফসলের প্রতিকূল, জল জমা পরিস্থিতি একদম সহ্য করতে পারে না।

জমি নির্বাচন ঃ উত্তম জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ সমতল জমি তিল চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খুব কম অম্ল থেকে নিরপেক্ষ অর্থাৎ পি.এইচ.৫.৫-৮.২ মান তিল চাষের জন্য অনুকূল। অতিরিক্ত অম্ল অথবা ক্ষার মাটিতে ফলন ভাল হয় না।

জাত ঃ বিভিন্ন মরশুমে এবং অঞ্চলে তিলের জাত নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বি-৬৭ (তিলোত্তমা) ঃ বীজের রঙ কালচে বাদামী। বীজ বপনের পর ৭৫-৮০ দিনে ফসল তোলা সম্ভব। বীজের মধ্যে শতকরা ৪০ শতাংশ তৈল পাওয়া যায়। ঠিকমত যত্ন পরিচর্যা করা হলে একর প্রতি ৩০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসাবে অধিক চাষ হয়। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে চাষের উপযুক্ত।

বি-৯ ঃ- বীজের রঙ বাদামী। তিন মাসের ফসল। একর প্রতি ফলন ১৭৫ কেজি। বীজের মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ তৈল পাওয়া যায়।

কৃষ্ণা ঃ খারিফ, প্রাক রবি এবং গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসাবে চাষের উপযুক্ত। বীজের রঙ কালো। ফসল তুলতে প্রায় তিন মাস সময় নেয়। বীজের মধ্যে ৪৫.৮ শতাংশ তৈল বিদ্যমান। ফলন একর প্রতি ২৮০ কেজি।

জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ দুই-তিন বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে জমির মাটি তৈরী করা প্রয়োজন। সারিতে বপন করা হলে ফলন বেশী পাওয়া যায়। তিলের জাতের চারিত্রিক গুণাগুনের ওপর নির্ভর করে সারিতে ২৫-৩০ সেমি. দূরত্বে এবং গাছের দূরত্ব ৪-৫ সেমি. বজায় রাখা যায়। পুষ্ট নিয়োগ বীজ বাছাই করে বপনের আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৫ গ্রাম থারিাম অথবা ক্যাপটান অথবা কার্বেনডাজিম ৫০ ডব্লিউ.পি. ২গ্রাম মিশিয়ে নিলে ছত্রাক জনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ সহজতর হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণত বৈশাখ মাসে তিল বীজ বপন করা হয়। আন্তঃ ফসল (Inter crop) হিসাবে তিল যে সকল ফসলের সঙ্গে চাষ করা সম্ভব সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভুট্টা, অড়হর, মুগ, চীনাবাদাম, তুলো, রেড়ী, ছোলা ইত্যাদি।

খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ সেচের সুবিধা থাকলে এবং সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগে তিল ফসল ভাল সারা দেয়। পূর্ব ভারতে নাইট্রোজেন : ফসফরাস : পটাশ সার একর প্রতি ২০:১৫:১৫ কিলোগ্রাম প্রয়োগ করে সেচ সেবিত এলাকায় তিল চাষ করা হলে মোটামুটি ভাল ফলন পাওয়া যায়। বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে চাষ করা হলে এই সারের মাত্রা অর্ধেক ব্যবহার করা উচিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য আসামে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফরাস এবং ৮ কেজি পটাশ সার একর প্রতি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষিবিভাগের অনুমোদিত সারের মাত্রা নাইট্রোজেন : ফসফরাস : পটাশ, ৮:৮ কেজি প্রতি একর। উপরোক্ত সারের সম্পূর্ণ মাত্রার ফসফরাস এবং পটাশ সার এবং অর্ধেক পরিমান নাইট্রোজেন সার শেষ চাষের সময় এবং বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন সার, বীজ বোনার ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করে চাপান সার হিসাবে প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। তিল চাষে জৈব সারের ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনউর্বর জমির প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে উত্তম পচা গোবর অথবা আবর্জ্জনা সার প্রয়োগ করা খুবই জরুরী। সাধারণত প্রথম চাষের সঙ্গে একর প্রতি ৫-৬ টন গোবর অথবা আবর্জ্জনা সার প্রয়োগ করা উচিত।

জলের ব্যবস্থাপনা ঃ তিল ফসলের আয়ুষ্কাল মোট ৫০ সেমি. জলের প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের সময় মাটির রসের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সময়

রস কম থাকলে, বীজ বপনের পর অবশ্যই একটি হালকা সেচ দেওয়া উচিত, যেন মাঠের সব জায়গায় সমানভাবে গাছ গজায়। পরবর্তী সেচগুলি নির্ভর করে মাটির গঠন, আবহাওয়া এবং মরশুমের ওপর।

অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা ঃ তিল ফসলের চারা গজানোর পর প্রথম ২০-২৫ দিন আগাছার প্রতি খুবই সংবেদনশীল। তাই তিল বপনের ১৫ দিন পর প্রথম নিড়ি এবং ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয় নিড়ি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরী। মাত্রাতিরিক্ত গাছ ফলনের পক্ষে ক্ষতিকারক। সময়মত নিড়ি এবং অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত গাছ বাছাইয়ের কাজ শেষ করা হলে, সার এবং সেচের জলের উপযোগীতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিপুষ্ট শুঁটি ও গুণগত মানের বীজ পাওয়া যায়।

ফসল তোলা ঃ সময়মত তিল ফসল মাঠ থেকে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিল ফসল মাঠ থেকে তোলার প্রকৃষ্ট সময় হল যখন গাছের নীচের অংশ থেকে পাতাগুলি হলুদ হয়ে খসে পড়তে শুরু করে, কিন্তু শুঁটিগুলির (Cupsules) বাদামীভাব বজায় থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন দীর্ঘদিন মাঠে তিল ফসল রেখে দিলে ওপরের দিকে ফুল-ফল ধরে, কিন্তু নীচের দিকের শুঁটিগুলি শুকিয়ে ফেটে বিদীর্ণ হয়ে পরিপুষ্ট বীজ মাটিতে পড়ে যায়। শতকরা ৭৫টি শুঁটি পেকে গেলে ফসল তোলা উচিত।

ফলন ঃ ফলন প্রধানত নির্ভর করে জাত নির্বাচন, মাটির উর্ব্বরতা, পরিচর্যা এবং মরশুমের ওপর। সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর ফসলে একর প্রতি ফলন ২০০-২৫০ কেজি পাওয়া যায়। উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করে একর প্রতি ৩৫০-৪০০ কেজি ফলন পাওয়া সম্ভব।